65

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

স্কুলের ৮০ ভাগ নলকূপ অকেজো ॥ টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী

পটুয়াখালীর লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হুমকির মুখে

গলাচিপা (পটুয়াখালী) থেকে সংবাদদাতা জানান, পটুয়াখালী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন, নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত টয়লেট ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ পানির প্রচণ্ড অভাব এর মূল কারণ বলে জানা গেছে।

জেলার ৬টি থানায় ৪শ' ৮২টি সরকারী, ৪শ' ৭৭টি বেসরকারী রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১শ' ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারীভাবে একটি পাকা টয়লেট ও একটি টিউবওয়েল বসানোর কর্মসূচী রয়েছে। জানা গেছে, গত ১৯৯২-৯৩ ও '৯৩-'৯৪ আর্থিক বছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর পটুয়াখালী জেলার ৬টি থানায় ৫শ' ৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ করে।

একই সময়ে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল ও পাকা টয়লেট নির্মাণ করে।

কিন্তু টিউবওয়েল স্থাপনে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে মাত্র দু'বছর যেতে না যেতেই শতকরা ৮৫ ভাগ অকেজো হয়ে গেছে। এছাড়া নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কারণে অধিকাংশ টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কোন কোন টয়লেটের দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। আবার কোন কোন টয়লেটের কাঠের দরজা রোদে পুড়ে বর্ষায় ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা না থাকায় সংলগ্ন এলাকার লোকজন তা ব্যবহার করে মল মূত্রে সয়লাব করে ফেলেছে। এছাড়া টয়লেটগুলোতে ভেনটিলেশন ব্যবস্থা না থাকায় মল মূত্রের দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠছে। বহু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টয়লেট তালাবদ্ধ করে রেখেছে।

বর্তমানে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমপক্ষে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানির অভাবে আশপাশের পুকুর-ডোবার পানি ব্যবহার করছে এবং পাকা টয়লেটের পরিবর্তে বিদ্যালয়ের আশপাশে মলমূত্র ত্যাগ করছে। এতে একদিকে ছাত্রছাত্রীরা দূষিত পানি বাহিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও পেটের পীড়ায় ভুগছে।